নিবেদিতার পুনরুত্থান

প্রব্রাজিকা অশেষপ্রাণা

একশো পঁচিশ বছর

স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতার জীবনের কয়েকটি অবিস্মরণীয় ঘটনা যা জগতে দাগ রেখে গেছে, তার সাক্ষী ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে পূর্ণ হচ্ছে সেসব ঘটনার একশো পঁচিশ বছর। প্রশ্ন উঠবে, কী কী সেসব ঘটনা যা এত বছর পরেও স্মরণযোগ্য? কারণ ঘটনাগুলি ঘটেছিল যাঁর জীবনে, তিনি ভগিনী নিবেদিতা। তিনি লিখেছিলেন, "My life is given to India. In it I shall live and die." সেই সুরেরই অনুরণন, হিমালয়ের ক্রোড়ে দার্জিলিঙের নিভৃত শ্মশানে, নিবেদিতার স্মৃতিস্তম্ভে—"Who gave her all to India."

মাত্র চুয়াল্লিশ বছরের ব্যাপ্তি। বিশাল কর্মকাণ্ডের পর হঠাৎ করেই উমা হৈমবতী এ-জগৎ ছেড়ে ফিরে গেলেন কৈলাসে, স্বস্থানে। নিবেদিতার জীবনের অবসান ঘটল হিমালয়ের শৈলশহর দার্জিলিঙের রায়ভিলাতে। তারপর শতাধিক কাল তাঁর মহান কর্মকাণ্ডগুলি অন্তরালে চলে গিয়েছিল। রাতের সব তারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে, সময় এলে প্রকাশিত হয়, মাভৈঃ বলে অন্ধকারে পথ দেখায়। তেমনই আজ সময় এসেছে সেই ঘটে যাওয়া মহান অতীতকে নিয়ে নতুন করে ভাবার।

অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলি

১) ২৮ জানুয়ারি ১৮৯৮। শিক্ষয়িত্রী, লেখিকা, বাগ্মী, বিদ্বৎসমাজে সাড়াজাগানো, সর্বোপরি সত্যানুসন্ধানী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল তাঁর পরিচিত বৃত্ত, খ্যাতি—এককথায় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ত্যাগ করে এলেন ভারতভূমিতে। আগ্রহ, উদ্যমে পূর্ণ হৃদয়। নির্ভীক। জেটিতে অপেক্ষা করছিলেন 'ঘনীভূত ভারতবর্ষ', স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ।

২) ১৭ মার্চ ১৮৯৮। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। নিবেদিতা তাঁর ডায়েরিতে দিনটিকে উল্লেখ করলেন 'Day of days' বলে। বাস্তবে এটি শুধুমাত্র তাঁর জীবনের বিশেষ দিন নয়, সমগ্র জাতির পক্ষে এক যুগসন্ধিক্ষণ।

৩) ২৫ মার্চ ১৮৯৮। মার্গারেটের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। স্বামীজী দীক্ষিত করে তাঁর নাম রাখলেন নিবেদিতা—ঘটল জন্মান্তর। ভারতবর্ষ

সন্ন্যাসিনী, শ্রীসারদা মঠ

জানে এই নামকরণ কতটা তাৎপর্যপূর্ণ। এতটুকু হাতে না রেখে ভারতবর্ষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন নিবেদিতা।

৪) মে ১৮৯৮। স্বামীজী ও তাঁর অন্যান্য বিদেশি ভক্তদের সঙ্গে নিবেদিতা গেলেন হিমালয় ভ্রমণে। ভ্রমণের সঙ্গে চলল পাঠগ্রহণ। স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, "Come with me on this journey. You are now one, I will make you twenty." বহু হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃতি, দীর্ঘ ইতিহাস, বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতা মিলেমিশে গেছে এই ভারততীর্থে। এই ভারতবর্ষকে স্বামীজী তুলে ধরতেন তাঁদের কাছে, ভারতবর্ষ তার অতীত ঐতিহ্য নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠত চোখের সামনে।

৫) ১৩ নভেম্বর ১৯৯৮। এবার সময় হয়েছে কাজে ঝাঁপ দেওয়ার। নিবেদিতার বিশাল কর্মযজ্ঞের শুভ সূচনা। কালীপূজার দিন শ্রীমা সারদা দেবী উদ্বোধন করলেন নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়। উপস্থিত ছিলেন দুই গুরুভাই সহ স্বামী বিবেকানন্দ। এই সূচনায় নিহিত ছিল ভাবী স্বাধীন নারীমঠের বীজ যা পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। অপর দিকে এই প্রথম রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শিক্ষাদর্শ হাতে-কলমে বাস্তব রূপ পেল। সঙ্ঘের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নিবেদিতা হয়ে উঠলেন পথিকৃৎ।

বাগবাজারের সরু গলিতে, ১৬ নং বোসপাড়া লেনে গুরুর অভিপ্রায় অনুযায়ী মেয়েদের ভারতীয় ধারায় শিক্ষা দিয়ে যে-কাজ শুরু হয়েছিল, তা থেকে কাজের পরিধি ছড়িয়ে গেল শিক্ষা-সংস্কৃতির সব আঙিনায়। বিশেষত ভারতের জাতীয়তার উন্মেষে নিরলস প্রেরণাদাত্রীরূপে ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা, সেবা—এমন কোনও দিক নেই যেখানে নিবেদিতা তাঁর স্পর্শ ও অবদান রেখে যাননি। কবি আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত লিখেছেন, ''এখনো হয়নি শোধ/ সে বকেয়া ঋণ।"

বিস্মৃতি

বিস্ময় জাগে এরপরেও কী করে মানুষ তাঁকে ভুলে গেল। বিস্মৃতির কারণগুলির অনুসন্ধানে যে-তথ্যগুলি উঠে আসে সেগুলি হল—

প্রথমত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর ব্যাবহারিক সম্পর্ক ছিন্ন করা। অবশ্য আত্মিক সম্পর্ক ছিল অটুট, নানা ঘটনায় তা স্পষ্ট। সেকথা জনসাধারণের ভাববার বা বিশ্লেষণের অবকাশ ছিল না। আজ বোঝা যায়, নিবেদিতার মতো অশেষ প্রতিভা কোনও একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেন না। যদি তা হত, তবে আমরা বহু ক্ষেত্রে তাঁর বহু অবদান থেকে বঞ্চিত হতাম।

দ্বিতীয়ত নিবেদিতার বহুমুখী কর্ম দেখে অনেকেই মনে করেছিলেন, তাঁর লক্ষ্য স্থির নয়।

তৃতীয়ত কেউ কেউ ভেবেছিলেন, তিনি রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন, গুরুর ধারা বজায় রাখেননি, নিজের মতো করে কাজ করছেন।

চতুর্থত কেউ বললেন, সন্ন্যাসিনীর জীবনচর্যার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেননি তিনি, জড়িয়ে পড়েছেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে।

এমন সব অগভীর ও আপাতদৃষ্টিতে মনে করা কারণগুলি হয়তো মানুষের মন থেকে তাঁকে ধীরে ধীরে প্রায় বিলীন করে দিয়েছিল। এটি সত্য, তবে শেষ সত্য নয়। এর চেয়েও বড় সত্য—''নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।" ভারতবর্ষের জন্য নিজেকে যিনি নিঃশেষে নিবেদন করেছেন, তাঁর ক্ষয় কীভাবে সম্ভব? তাঁর অমর স্থান প্রেমের আসনে, তাই ফিনিক্স পাখির মতো এখন আবার যেন নিবেদিতা নামটি এসে দাঁড়াচ্ছে আমাদের সামনে। আশ্চর্য, নিবেদিতার চিঠিতে যেন সেই ভবিষ্যতেরই আভাস।

ভবিষ্যতের আভাস

১১ এপ্রিল ১৯০৬ মিস ম্যাকলাউডকে—তাঁর প্রিয় য়ুমকে নিবেদিতা লিখেছেন, "It will seem to be forgotten, until, suddenly, in 150 or 200 years, it will be found to have transformed the West." চিঠিটির মর্মকথা বোধহয় এই, স্বামীজী ও নিবেদিতার চিন্তার ঐশ্বর্য পাশ্চাত্যকে ভাসিয়ে দেবে, দেশেও এই চেতনার জোয়ার আসবে।

এর তিন বছর পর ৩ এপ্রিল ১৯০৯ তারিখে লিখছেন, "My *thoughts* will be worked out by unnumbered generations..."—প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমার চিন্তাগুলিকে কাজে রূপায়িত করবে।

দেহত্যাগের ঠিক সাত দিন আগেও স্বামীজী বাগবাজারে এসে দেখা করেছেন নিবেদিতার সঙ্গে। ৭ আগস্ট ১৯০২ সালের চিঠিতে ২৮ জুনের দিনলিপি অনুসরণ করে ভগিনী লিখছেন তাঁর ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনার কথা। ''শনিবার সকাল, আমি যখন বেলুড় মঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি তখনি চিরকুট এল স্বামীজী কলকাতা আসছেন। তিনি এলেন সকাল নটায়। বাড়িটি (১৭নং বোসপাড়া লেন) ঘুরে দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন আমার কাজের কী পরিকল্পনা করছি। আমি বললাম, "University Settlement Work rather than school." তিনি বললেন "Right". তাঁর যাওয়ার সময় বললাম, ''আপনাকে আবার আসতে হবে ও কাজটিকে আশীর্বাদ করতে হবে।" তিনি বললেন, ''আমি সর্বদাই তোমাকে আশীর্বাদ করছি।"

কর্মকাণ্ড

স্বামীজীর আকস্মিক মহাপ্রয়াণ নিবেদিতার কাছে অপ্রত্যাশিত ও মর্মান্তিক হলেও তিনি তাঁর ব্রত ও সংকল্পে ছিলেন দৃঢ়। অন্তরের দুর্বিষহ শোককে সংযত করে পরিণত করলেন অক্লান্ত পরিশ্রমে, ঝাঁপিয়ে পড়লেন অবিশ্রান্ত কর্মে। স্বামীজীর মতো তিনিও অনুভব করতেন দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য প্রয়োজন দেশের স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ (Man making)। তাই নিবেদিতা বলতেন, "My task is to awaken a nation."

ভারতের জাতীয় জীবনের উন্নতি ও সেবার জন্য তিনি অর্ধাশনে অনাহারে অপরিসীম কাজ করেছেন। মহৎ চিন্তা ও কর্ম সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই সময় ভারতবর্ষের বিশেষত বাংলার এক উর্বর সময়। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, ধর্মচেতনা—সবক্ষেত্রেই নব নব উন্মেষ। নিবেদিতার আগমনে তা নতুন মাত্রা পেল। তাঁর প্রভাব ভারতবর্ষকে নবজাগরণের পথে এগিয়ে দিল। তবে বিদ্যালয়টি ছিল তাঁর প্রাণের জিনিস, বলতেন, বিদ্যালয়ের ওপর স্বামীজীর দৃষ্টি রয়েছে, এটি ভারতের নবজাগরণের উদ্বোধনমন্ত্র স্বরূপ হবে।

অন্তিম লগ্ন

১৯১১ সালের পূজার ছুটিতে দার্জিলিংয়ে গিয়ে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়লেন নিবেদিতা। শেষের দিনগুলিতে ধ্যানতন্ময় হয়ে থাকতেন তিনি। ১৩ অক্টোবর ভোরে সহসা তাঁর মুখমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; অস্ফুট স্বরে বললেন : "The boat is sinking, but I shall see the sunrise." সাধিকার ব্রত সংসিদ্ধ হল।

স্বাধীনতা লাভের জন্য বিপ্লব আরম্ভ হয়েছিলই। নিবেদিতার তিরোধানের পর সেই সংগ্রাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে অবশেষে সার্থক হল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। নিবেদিতা এই নতুন সূর্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন।

বর্তমান পরিস্থিতি

১৬ নং বাড়ির ছাদে নিবেদিতা

এরপর কালের চক্রে কেটে গেছে বহুবছর। গঙ্গা ও টেমস নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে ধরিত্রীর বুকে নানা বিচিত্র পরিবর্তনের ধারাও প্রবাহিত হয়েছে—কৃষিবিপ্লব, শিল্পবিপ্লব ইত্যাদির পর এসেছে ডিজিটাল বিপ্লব। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে ধীরে হলেও এগিয়ে চলল। ১৯৪৭ সালের সঙ্গে ২০২৩-এর ভারতবর্ষের অনেক তফাত। বিজ্ঞান উন্নত হয়েছে, পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অবনতি চোখে পড়ার মতো। তথাকথিত আধুনিক বিশ্লেষণী মন ও বুদ্ধি প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যকে রক্ষণশীলতা বলে পরিহার করল। দেশের দুঃখদুর্দশা দূর করতে বিদেশিদের কাছ থেকে 'প্রক্রিয়া' ধার করল। নিবেদিতা কিন্তু ভারতবাসীকে রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে মুক্ত চিন্তা করতে ও উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ভারতের পুনর্জাগরণের জন্য তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিতের ওপর আধুনিকতায় সমৃদ্ধ যে-আদর্শের সৌধের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আজকের বিশ্বকেও আলো দেখাবে। কিন্তু হায়! তাঁর সেই আলোকিত আদর্শের দিক থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে আছি। তিনি আরও চাইতেন আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে অতীত ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে জাগ্রত হোক সুস্থ, বিচারনিষ্ঠ স্বদেশবোধ। যেখানে স্বদেশবোধের সঙ্গে বিশ্ববোধের কোনও বিরোধিতা তো নেই-ই বরং আছে আন্তরিকতা।

কিন্তু ক্রমাগত দেশের ভাবধারার পরিবর্তন হতে হতে আজ তা হয়ে উঠেছে প্রায় সম্পূর্ণত পাশ্চাত্যমুখী। দেশসেবা যেন আত্মসেবার নামান্তর হয়ে উঠেছে। এই ভোগমুখী দেশসেবার যুগে নিবেদিতার ত্যাগমুখী দেশসেবার আদর্শই পারে ভারতবর্ষকে অতীত গৌরব ফিরিয়ে দিতে।

কে শুনবে ভগিনীর প্রাণের আবেদন? আমাদের অন্যান্য বিচিত্র চেতনার মধ্যে সেই চেতনা কখন যেন চাপা পড়ে গেল। আন্তর্জাতিকতাবোধ আমাদের জাতীয়তাবোধকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়েছে। জাতীয়তার পাট চুকিয়ে আধুনিক হয়েছি আমরা। নিবেদিতার আদর্শ, চিন্তাকে অবহেলা করছি।

আজ ডিজিটাল যুগে আমরা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলেছি। কিন্তু গৃহের ভেতরের সম্পর্ক, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সব যেন অনেক দূরে চলে গেছে। একটা বিদেশি ডিগ্রির জন্য যুবসমাজ উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। অধিকাংশই বাড়ি-সমাজ, মাতৃভূমির সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এমনকী পিতামাতা—সবকিছুকে অক্লেশে অগ্রাহ্য করে একটা আই টি ডিগ্রি এবং কোটিপতি হওয়ার হাতছানিতে বিশ্বের যেকোনও দেশের নাগরিক হয়ে উঠছে।

আজ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা একাকিত্বের শিকার। বানপ্রস্থের বিকল্প হয়েছে বৃদ্ধাবাস। অর্থ অনর্থ না হয়ে কখন যেন সর্বস্ব হয়ে উঠল। চাহিদার কোনও শেষ নেই। সেই চাহিদার চাপ এসে পড়ছে প্রকৃতির ওপর। প্রকৃতির ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ায় উৎপত্তি গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের। পৃথিবী ক্রমশ মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। তারপর এল সর্বনাশা কোভিড। বিশ্বজুড়ে মৃত্যুমিছিল। পৃথিবী জুড়ে শুরু হল অস্থিরতা—অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক।

মনে হল পৃথিবী কি তবে স্তব্ধ হয়ে যাবে? আই টি জগতের মোটা অঙ্কের বেতন মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল—ছোটবড় সব পদমর্যাদার ব্যক্তিদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল পিঙ্ক স্লিপ—চাকরি আর নেই।

এই অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা মানুষকে আবার নতুন করে চিন্তা করতে বাধ্য করল। এমন কী আছে যা চিরন্তন? আবার সেই অনাদি প্রশ্ন! তার উত্তর খুঁজতে সমগ্র বিশ্ব আজ যোগ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠছে। কারণ মেডিটেশনই মাইন্ড ম্যানেজমেন্ট ও স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট-এর একমাত্র সমাধান। সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই তার অজস্র নিদর্শন। বিশ্বের সর্বত্র ধ্যানের অনুশীলন করার জন্য আজ কত মেডিটেশন সেন্টার। অথচ নিবেদিতা ১৮৯৯ সালের ২৭ জুন সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেতে যেতে লিখছেন—এদেশে মানুষ শিখতে আসে ধ্যান বা একাগ্রতা। ত্যাগ কাকে বলে, ভক্তিই বা কী—এই বিষয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্থান সকলের ওপরে। বর্তমান ভারতবর্ষের কাছে সেই ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত জীবন ক্রমাগতই অস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। চারপাশের চাহিদার জন্য আজ আবার পুরনো পুঁথি খুলতে হচ্ছে আধুনিকতার প্রলেপ লাগিয়ে। এখানেই নিবেদিতার প্রয়োজন; তিনি প্রাচীন প্রথাগুলির ভিত্তিতে ধ্যান, ধারণা, অদ্বৈতবোধ ইত্যাদিকে যুগোপযোগী করে এমন চালচিত্র রচনা করেছেন, যা বিশ্বকে বিস্ময়াভূত করে।

সার্ধশতবর্ষে নিবেদিতা-চেতনা

এখন পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয় ভারতবাসী ভাবতে বাধ্য হচ্ছে—সেই সময়ের বিশ্বের সমৃদ্ধতম, আধুনিক বিজ্ঞানে উন্নতির শিখরে পৌঁছনো বিখ্যাত শহর—যেখানে বড় বড় শিক্ষাকেন্দ্র, অপেরা হাউস, মিউজিয়াম, বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণীদের সর্বদা যাতায়াত—সেই লন্ডন থেকে বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মার্গারেটের ভারতে আগমনের কথা। ভারতে এসে নবজন্ম হল তাঁর। দ্বিজ নিবেদিতার ভারতভাবনা ভারতীয় চেতনায় নাড়া দিল। নতুন করে ভাবনা শুরু হল—কে তিনি? কেনই বা এসেছেন এবং কী করেছেন? এক বিদেশিনির ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার কাহিনি সভ্যতার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা।

নিবেদিতা তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায়, কর্মে, আচার-আচরণে এবং ধ্যানধারণায় সমগ্র ভারতীয় আদর্শকে মূর্ত হতে দেখেছেন। স্বামীজী যে-ভারতকে তুলে ধরেছেন, সেই ভারতই নিবেদিতার ভারত। এই ভারতচেতনা নিবেদিতার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে পরিস্ফুট হল। ফলে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত নিবেদিতার রচনাবলি হয়ে উঠল ভারত সভ্যতার এক নতুন মহাভারত। সাংবাদিক অচিন রায় স্বামীজীর 'স্বদেশমন্ত্র' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—''সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী।'' তারপরই লিখছেন, ''Nivedita had imbibed that conviction and applied it in her life day in and day out, thus emerging as the epitome of Indianness.'' নিবেদিতা একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন ভারতসভ্যতার সঙ্গে। তাই নবজাগ্রত ভারতের বিচিত্রমুখী জীবনের তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। নিবেদিতার জীবন ও কর্মকাণ্ডের অনালোকিত অধ্যায়ের পাশাপাশি ভারতভাবনার ক্ষেত্রেও অনেক নতুন চিন্তার সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর চিঠিতে।

স্বামীজী ও নিবেদিতার সার্ধশতবর্ষ পূর্ণ হল যথাক্রমে ২০১৩ ও ২০১৭ সালে। এই সময় থেকে জনমানসে তাঁদের চেতনা বেশি করে

অনুভূত হচ্ছে। ২০১৩-তে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের (দক্ষিণেশ্বর) হাতে তুলে দিলেন ভগিনী নিবেদিতার কলকাতার প্রথম বাসস্থান বাগবাজারের ১৬ নং বোসপাড়ার জীর্ণ বাড়িটি। সমসাময়িক সর্বক্ষেত্রের মনীষীদের পদধূলিস্পর্শে ধন্য এই বাড়ি। এর সঙ্গে নিবেদিতার অন্তিম সময়ের বাসস্থান দার্জিলিঙের রায়ভিলা বাড়িটিও মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন।

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন জীর্ণ বাড়িটি সংরক্ষণ করে পরিণত করে—নিবেদিতা হেরিটেজ মিউজিয়াম ও নলেজ সেন্টারে, যেখানে সংরক্ষিত প্রাচীন বাড়ির পরিবেষ্টনীতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই মিউজিয়ামের মাধ্যমে নিবেদিতা সাড়া ফেলে দিয়েছেন ভারতবাসীর মনে, আর বিদেশিদের মধ্যেও।

নিবেদিতার পরিকল্পিত সেই 'University Settlement'-এর শুভ সূচনা করেছে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন। 'NIHAR'–Nivedita Institute of Human Advancement and Research নামে একটি Academic Institution-এর পরিকল্পনার মাধ্যমে University Settlement-এর আরম্ভ হয়েছে এই বছর।

নিবেদিতার স্মৃতিবিজড়িত দেশবিদেশের অনেকগুলি স্থান সরকারি স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিদেশে এইসব জায়গায় হেরিটেজের চিহ্নস্বরূপ 'ব্লু প্লাক' (blue plaque) লাগানো হয়েছে।

আয়ারল্যান্ডের ডানগ্যানন শহরে নিবেদিতার জন্মস্থানের কাছাকাছি ২৩ নম্বর স্কচ স্ট্রিটের বাড়িটিতে এই প্লাক লাগিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্থানীয় মিউজিয়ামে Wall of Fame-এ নিবেদিতার ছবি শোভা পাচ্ছে।

উইম্বলডনের ২১ এ নম্বর হাই স্ট্রিটের যে বাড়িতে নিবেদিতা থাকতেন সেই বাড়িটিতেও ব্লু প্লাক লাগানো হয়েছে। তাছাড়া সম্প্রতি উইম্বলডনের একটি স্কুলের কাছে তাঁর পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়েছে অতি উৎসাহের সঙ্গে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওখানকার সরকারের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ও নিবেদিতার পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

লন্ডনের ডেভনশায়ার-এ ওঁদের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে নিবেদিতার ভস্মাবশেষ প্রোথিত আছে। সেখানে তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমানে নিবেদিতাকে নিয়ে নানা প্রবন্ধ রচিত হচ্ছে, প্রকাশিত হচ্ছে বই, পত্রপত্রিকা, যা সূচিত করছে নিবেদিতা-চেতনার উন্মেষকে। এই প্রজন্মের লেখক বিনায়ক লোহানি লিখেছেন, ''Nivedita's light can never be suppressed... It will shine brilliantly for centuries to come. The name of Nivedita will ever be connected with that of her Master. Her name and power of her inspiration will remain as long as Swamiji's do."

নিবেদিতার চিন্তার স্ফুলিঙ্গ

নতুন প্রজন্মকে আলো দেখাতে পারে, নিবেদিতার চিন্তার এমন কিছু স্ফুলিঙ্গ :

''সর্বদাই আত্মিক শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। ভাত ফুটলে যে-বাষ্পশক্তি ভাতের হাঁড়ির ঢাকাটাকে নাড়িয়ে দেয়, উপযুক্তভাবে পরিচালিত করলে সেই বাষ্পশক্তিতেই বিশাল ট্রেন চলে। সেজন্য আন্তর শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগালে স্বার্থশূন্য মানুষ শক্তিশালী বজ্রসম হয়ে ওঠে।"

''Information আর knowledge-কে এক করে ফেলো না। তুমি কী এবং কতটা বিষয় নিয়ে কতদূর পড়াশোনা করেছ তা গুরুত্বপূর্ণ নয়,

গুরুত্বপূর্ণ হল তুমি কতটা মানবিক ও চারিত্রিক গুণসম্পন্ন হয়ে মানবজাতির জন্য নিঃস্বার্থ হয়ে কাজ করতে পারছ। সর্বোপরি চাই চরিত্র—যা দৃঢ়তা ও মানবিকতার সমন্বয়।"

নিবেদিতার অপরিসীম শ্রদ্ধাদৃষ্টিতে ভারতীয় নারী হয়ে উঠেছে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, অন্তরের বিকাশ ছাড়া ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ উপহাসে পরিণত হয়। তাঁর মতে হিন্দুনারী নিজের সংহত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে, উদার শিক্ষানীতি গ্রহণ করে লাভবান হতে পারবে। আজকের মেয়েরা সবদিকে শিক্ষালাভ করে প্রভূত সাফল্য অর্জন করছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মহাকাশ, সর্বত্রই তারা সফল। কিন্তু এই স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে যে-নৈতিক অবনতি দেখা যাচ্ছে, তাকে বাঁধ দিতে নিবেদিতার দেখানো পথ অবশ্যই অনুসরণীয়।

পরিশেষে তাঁর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার উল্লেখ করি। সবক্ষেত্রে নিবেদিতার একমাত্র লক্ষ্য ছিল সার্বিক 'FREEDOM'। তিনি লিখেছেন, ''We must transcend all that is thus manifold and reach to that alone which is the 'one' "—'বহু'রূপে প্রকাশিত এই জগৎ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের মিলে যেতে হবে সেই 'এক'-এ। তারপরই প্রশ্ন তুলেছেন, কীভাবে এই অবস্থা লাভ করা যায়। তাঁর উত্তর : ''by renunciation and by concentration"—একমাত্র উপায় ত্যাগ ও মনঃসংযোগ। এরপর : ''If the world is for enjoyment, let us enjoy. If we are not to enjoy it is only because there is some greater end than enjoyment."

নিবেদিতার প্রিয় প্রার্থনা ছিল : ''অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।" তিনিই আবার উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ''They who see the Real in the midst of this Unreal, they who behold life in the midst of death, they who know the One in all the changing manifoldness of this universe, unto them belongs eternal peace–unto none else, unto none else!"

নিবেদিতার এই কথার মধ্যেই আছে স্বামীজীর দেখানো নতুন আলোকের প্রতিফলন—lower truth থেকে higher truth-এ আমরা উত্তীর্ণ হই, অসৎ থেকে সৎ-এ নয়। সবই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ।

কী বলতে চেয়েছেন নিবেদিতা?

''ভোগের মধ্যে আনন্দ না পেলে, বুঝতে হবে সামান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগের আনন্দ থেকে বৃহত্তর, মহত্তর কিছু আছে। কারা সেই মহত্তর আনন্দের অধিকারী? উপনিষদ বলছেন, অনিত্য জগতের মধ্যে যারা নিত্য বস্তুর দর্শন পায়, মৃত্যুর মধ্যে যারা জীবনের স্পন্দন অনুভব করে, পরিবর্তনশীল বহুত্বের মধ্যে যারা সেই 'এক'কে উপলব্ধি করে তারাই চিরশান্তির অধিকারী হয়—আর কেউ নয়।"

আজকের অনিশ্চিত অস্থির অবস্থায়, নিবেদিতার এই অসাধারণ চিন্তন ও অনুভূতির কথা বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক প্রজন্মের হৃদয়ে আশ্বাস জাগায়, চিন্তার খোরাক জোগায়।

স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন 'world mover'। ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, ''India shall ring with her.'' দেড়শো থেকে দুশো বছরের মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে মাত্র কয়েকটি বছর। এখনও বাকি পড়ে আছে অনেকটা সময়। তাঁর সেই জগৎ আলোড়নকারী শক্তি আরও কার্যকরী হয়ে উঠবে অগণিত প্রজন্মের মধ্যে—আর সেই হবে নিবেদিতার পুনরুত্থান।